দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 NOV 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম ৭

07

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী নিয়ে বিপাকে

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধিভুক্ত ৩টি স্নাতক পর্যায়ের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চার বছর মেয়াদী প্রফেশনাল ডিগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে। এই ডিগ্রী ৬টি অনুষদভিত্তিক যেমন-কৃষি অনুষদের ডিগ্রী'র নাম বি.এসসি ইন এগ্রিকালচার (অনার্স) এভাবে প্রদান করা হয়। এটাই কৃষি শিক্ষায় টার্মিনাল ডিগ্রী।

কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীরা এই ডিগ্রী নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা বৈষম্যের ও ভুল বুঝাবুঝির শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে। সরকারী ১ম শ্রেণীর পদমর্যাদার প্রারম্ভিক পদে ও বেসরকারী ক্ষেত্রে কৃষিতে এই স্নাতক ডিগ্রী-ই যোগ্যতা হিসেবে সরকারীভাবে নির্ধারিত। কিন্তু বর্তমানে প্রারম্ভিক পদেই কোন কোন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে কৃষিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী চাওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'অনার্স' শব্দটি লেখা থাকায় একে সাধারণ বিষয়ভিত্তিক অনার্স হিসেবে তুলনা করে স্নাতকোত্তর চেয়ে সম্প্রতি কিছু বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানিয়ে আসছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি এই তিনটি কারিগরি শিক্ষায় ব্যাচেলর ডিগ্রীই টার্মিনাল ডিগ্রী। কিন্তু এন্ট্রি লেবেলে প্রকৌশল গ্রাজুয়েট বা চিকিৎসায় গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের অভিযোগ না উঠলেও কৃষি গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজসমূহের প্রভাষক পদে কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রী চাওয়া হলেও সম্প্রতি সরকারী কর্ম কমিশন বিশেষ বি.সি.এস (শিক্ষা) ক্ষেত্রে কৃষিতে স্নাতকধারীদের (উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে) কার্ড দেয়নি। ফলে সরকারী এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সরকারী নীতি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া ও কৃষিবিদদের প্রতি পি.এস.সি'র পুনরায় বৈষম্যের প্রমাণ হিসেবে ছাত্র ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা এটাকে উল্লেখ করেছে। সাধারণ শিক্ষায় বিষয়ভিত্তিক ডিগ্রী চালু থাকলেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ডিগ্রীই অনুষদভিত্তিক অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীকে একটি অনুষদের সবগুলো বিষয় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করতে হয়। কৃষি অনুষদে প্রথম বর্ষে মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কৃষিতত্ত্ব, পশুপালন, ভৌত ও বিশ্লেষণী রসায়ন, জৈব রসায়ন, কৃষি অর্থনীতি ও উদ্ভিদবিদ্যা/ অংকসহ ৯৫০ নম্বর, ২য় বর্ষে প্রাণ রসায়ন, কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদরোগতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, ফসল উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ সমাজবিদ্যা, মৃত্তিকাবিজ্ঞান ও কৃষি যন্ত্রায়নসহ মোট ১১০০, ৩য় বর্ষে কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কৃষি রসায়ন, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, কৃষিতত্ত্ব, উদ্যানতত্ত্ব ও পরিসংখ্যানসহ ১০৫০ নম্বর এবং চতুর্থ বর্ষে ফসল উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্যানতত্ত্ব, কৃষি সম্প্রসারণ, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব ও কীটতত্ত্বসহ ১২০০ নম্বর নিয়ে সর্বমোট ১৭টি বিষয়ে ৪৩০০ নম্বরের কৃষি স্নাতক (অনার্স) চালু রয়েছে। এই ডিগ্রী ইয়ার অব স্কুলিং-এর হিসেবে অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমান। কিন্তু ডিগ্রীতে 'অনার্স' শব্দটি-ই ভুল বুঝাবুঝি'র সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে অনেকেই মনে করছে। তবে অনেক শিক্ষার্থী তাদের ভাষায়- 'গায়ের জোরে' বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসংগে ফজলুল হক হলের সাবেক জি.এস, শাহ মোঃ মুনির বলেন, আমাদের এক বছরের কোর্সের সমান নম্বরে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স ডিগ্রী দিচ্ছে। এ ধরনের বৈষম্য আগে দূর করা দরকার। ইসহাকুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিবিদদের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছিলেন। সে মর্যাদা নিয়ে আজ নতুন করে একটি মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পি.এস.সি সম্পর্কে অভিযোগ এনে মোঃ নাজিমউদ্দিন বলেন, পি.এস.সি'কে আমরা নিরপেক্ষ হিসেবে দেখতে চাই। এ ব্যাপারে বহু অভিযোগ রয়েছে। বাইকসু'র সাবেক জি.এস, চৌধুরী ফারুক বলেন, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, চিকিৎসকদের একই ডিগ্রী, মর্যাদা নির্ধারিত সত্ত্বেও কৃষি গ্রাজুয়েটরা যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এর জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 'গ্যাপ'ই দায়ী। তবে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

১৯৭৩ সালে কৃষিবিদদের ১ম শ্রেণীর মর্যাদা দেয়ার পর এই প্রথম এসব বৈষম্য ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ মোঃ রফিকুল হক ভুঞাকে সভাপতি করে ডীনদের নিয়ে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটি এগ্রিকালচার ব্যাচেলর ডিগ্রীতে অনার্স শব্দটি থাকায় অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেন ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী টার্মিনাল ডিগ্রী মনে করেন বলে উল্লেখ করে 'অনার্স' শব্দটি উঠিয়ে দেয়াসহ বেশ কয়েকটি সুপারিশ পেশ করেছে। কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশন মহাসচিব কৃষিবিদ জাভেদ ইকবাল ও এগ্রিকালচারিষ্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এ্যাব) এর সদস্য সচিব কৃষিবিদ মাহফুজুল হক বাচ্চু ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে 'অনার্স' শব্দটি উঠিয়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ডঃ মোঃ ইদ্রিস স্বাক্ষরিত কৃষি গ্রাজুয়েটদের চাকুরী সংক্রান্ত এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে চাকুরী ক্ষেত্রে এসব বৈষম্য অতিসত্বর দূর করা, চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিসহ দু'টো অনুষদের জন্য ক্যাডার সার্ভিসের ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন। ডঃ ইদ্রিস এ প্রতিবেদকের সাথে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, 'অনার্স' শব্দটি এক্ষেত্রে অনেক সমস্যার মধ্যে একটি। তবে ইয়ার অব স্কুলিং-এর হিসেবে এগ্রিকালচারে ব্যাচেলর ডিগ্রী সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমান। বিভিন্ন বিষয় বৈষম্যের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কথা বলেছি, চিঠি দিয়েছি এবং অচিরেই আমাদের একটি প্রতিনিধিদল এইসব বৈষম্য সরকারকে অবহিতকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উচ্চপর্যায়ের সাথে বৈঠকে বসবে।

❑ মুহম্মদ র.ই. শামীম